দামুড়হুদায় পরীক্ষার হলে অনিয়ম; কেন্দ্র সচিবের বিরুদ্ধে অভিযোগ

দামুড়হুদা উপজেলার একটি পরীক্ষাকেন্দ্রে দায়িত্ব পালনকালে পরীক্ষায় অনিয়ম ও বিশেষ সুবিধা প্রদানের অভিযোগ তুলে কেন্দ্র সচিবের বিরুদ্ধে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন এক শিক্ষক। আজ রোববার তিনি এ অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার মোক্তারপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি) ইয়াসির আরাফাত গত ১৭ মে দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ৩০১ নম্বর কক্ষে পরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি অভিযোগে উল্লেখ করেন, পরীক্ষা চলাকালে বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত এক শিক্ষার্থীর কারণে তার দায়িত্বের সময় অতিরিক্ত ৪৫ মিনিট বৃদ্ধি করা হয়।

লিখিত অভিযোগে আরও বলা হয়, দায়িত্ব পালনকালে বাহিরাগত এক ব্যক্তি ওই বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীকে সহায়তা করার চেষ্টা করেন। এতে বাধা দিলে ওই ব্যক্তি ক্ষুব্ধ আচরণ করেন। পরে নিজেকে ADPEO পরিচয়দানকারী এক নারী এসে ওই শিক্ষার্থীকে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করেন বলেও অভিযোগে উল্লেখ করা হয়।

শিক্ষক ইয়াসির আরাফাত অভিযোগ করেন, তিনি এতে সম্মতি না দিলে তাকে বিভিন্নভাবে চাপ প্রয়োগ করা হয় এবং অপমানজনক কথাবার্তাও বলা হয়। শুধু তাই নয়, কেন্দ্র সচিবকে নিয়ে এসেও অনুরোধ ও যুক্তিতর্ক প্রদর্শন করে চাপ প্রয়োগ করা হয়।

অভিযোগপত্রে তিনি আরও উল্লেখ করেন, পরীক্ষা চলাকালে যেখানে বাহিরাগতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ, সেখানে দুইজন বাহিরাগত ব্যক্তি প্রবেশ করেন, যা পরীক্ষা পরিচালনার নীতিমালার পরিপন্থী বলে তিনি দাবি করেন।

এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় তদন্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন ওই শিক্ষক।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার উবায়দুর রহমান সাহেল

বলেন, “এ সংক্রান্ত বিষয়ে একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

আলমডাঙ্গা কলেজপাড়ায় রাস্তার ঢালাইয়ে অনিয়মের অভিযোগ

আলমডাঙ্গা কলেজপাড়ার রাস্তার ঢালাইয়ের কাজে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এলাকাবাসী বিষয়টি তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

আলমডাঙ্গা পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কলেজপাড়ায় চলমান রাস্তার ঢালাই কাজে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়দের দাবি, রাতের আঁধারে ঢালাইয়ের সময় সিমেন্ট কম ব্যবহার করা হয়েছে এবং নিম্নমানের বালি প্রয়োগ করা হয়েছে। এর ফলে ঢালাই করা রাস্তার কিছু অংশে ইটের খোয়া ভেসে উঠতে দেখা গেছে, যা কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহারের কারণে রাস্তার স্থায়িত্ব নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে স্থানীয় বাসিন্দারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বরাবর একটি লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছেন।

জানা গেছে, পৌরসভার এডিপি প্রকল্পের আওতায় প্রায় সাড়ে নয় লাখ টাকার এ রাস্তার কাজটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তবে কাজের মান নিয়ে শুরু থেকেই স্থানীয়দের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করছে। এমনও অভিযোগ উঠেছে, ঢালাই কাজে তুলনামূলকভাবে কম সিমেন্ট ব্যবহার করে পরে কিছু জায়গায় সিমেন্টের আবরণ দিয়ে ঢালাই করা হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা আমিনুল ইসলাম বলেন, “আমরা এলাকাবাসী মিলে একটি লিখিত অভিযোগ উপজেলা প্রশাসনের কাছে জমা দিয়েছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো তদারকি দেখা যায়নি।”

ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মালিক সাইদুর রহমান বলেন, ঢালাই কাজের সময় তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। পরে বিষয়টি জানতে পেরে

সংশ্লিষ্ট মিস্ত্রিদের পর্যাপ্ত সিমেন্ট ব্যবহার করে ভালোভাবে ফিনিশিং করার নির্দেশ দিয়েছেন।

এদিকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পান্না আক্তার জানান, “বিষয়টি তদন্তের জন্য ইঞ্জিনিয়ার পাঠানো হবে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যদি কাজের মান খারাপ পাওয়া যায়, তাহলে অবশ্যই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হবে।”

শৈলকুপায় সড়ক নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ: বাধা দেওয়ায় যুবকদের মারধর

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলায় সড়ক নির্মাণ কাজে ব্যাপক অনিয়ম ও নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। উপজেলার বিত্তিপাড়া বাজার থেকে রাজাপুর পর্যন্ত দেড় কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা পাকাকরণের কাজে ঠিকাদার প্রকাশ্যে দুই নম্বর ইট ও পোড়া মাটির মতো নিম্নমানের ইট ব্যবহার করছেন বলে স্থানীয়দের অভিযোগ।

ঝিনাইদহ এলজিইডির দেওয়া তথ্য মতে, কাঁচেরকোল বাজার টু রাজাপুর ক্যানেল সড়কে দেড় কিলোমিটার এই রাস্তাটি পাকাকরণে খরচ হচ্ছে ১ কোটি ৫০ লাখ ৩১ হাজার ৩’শ ৮৬ টাকা। কাজটি নির্মাণের দায়িত্ব পায় মেসার্স ঝিনাইদহ বাজার নামের একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে কাজটি স্থানীয় কৃষকদল নেতার ভাই ইলিয়াস আলী সাব-ঠিকাদার হিসেবে কাজ করছে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, রাস্তার ভিত্তি শক্ত না করেই তড়িঘড়ি করে কাজ শেষ করার চেষ্টা চলছে। ব্যবহৃত ইটগুলো হাত দিয়েই ভেঙে যাচ্ছে, যা কোনোভাবেই টেকসই সড়ক নির্মাণের উপযোগী নয়। এতে করে সরকারি অর্থ অপচয়ের পাশাপাশি এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত টেকসই সড়কের স্বপ্নই থেকে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

স্থানীয় আপেল মাহমুদ নামের এক যুবক অভিযোগ করেন, সাব-ঠিকাদার

ইলিয়াস কৃষকদল নেতা ওসমান আলীর ভাই। সেই প্রভাবে নিম্নমানের কাজ করেও পার পেয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে। কাজ নিম্নমানের হওয়ায় আমরা বাধা দিলে লোকজন নিয়ে আমাদের মারধর করা হয়।

স্থানীয় গ্রাম্য চিকিৎসক এস এম আকাম উদ্দিন অভিযোগ করেন, এই রাস্তা আমাদের বহু দিনের দাবি। কিন্তু যেভাবে নিম্নমানের ইট দিয়ে কাজ করা হচ্ছে, তাতে বর্ষা আসার আগেই রাস্তা ভেঙে যাবে। আমরা বাধা দিতে গেলে উল্টো আমাদের ওপর চড়াও হচ্ছে ঠিকাদারের লোকজন।

অনিয়মের ব্যাপারে সাব-ঠিকাদার ইলিয়াস আলী বলেন, রাস্তার কাজ সকল নিয়ম অনুযায়ী করা হচ্ছে। নিম্নমানের ইট দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেন তিনি।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী মনোয়ার উদ্দিন বলেন, সড়ক নির্মাণে কোনো প্রকার অনিয়ম মেনে নেওয়া হবে না। যদি কোনো ঠিকাদার অনিয়ম করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীর ১৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৬৯ শিক্ষকের নিয়োগে অনিয়ম !

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষক নিয়োগে জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে। নিয়োগ দিতে জাল করা হয়েছে শিক্ষা অধিদফতরের ডিজির প্রতিনিধি, স্কুল কমিটির সভাপতি ও সদস্যের স্বাক্ষর। দুদকের প্রাথমিক তদন্তে এ উপজেলার ১৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এমন অন্তত ৬৯ ভুয়া শিক্ষকের সন্ধান মিলেছে।

তবে, এ সকল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা বলছেন, তৎকালীন জনপ্রতিনিধিদের চাপ ও প্রভাবে পুরো প্রক্রিয়াটি হয়েছে।

জানা যায়, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আবেদন আহ্বানের পর পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী চূড়ান্ত করা হয়। এটিই স্বাভাবিক নিয়ম হলেও

মেহেরপুরে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে হয়েছে ব্যতিক্রম। জেলার গাংনী উপজেলার ১৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিগত আওয়ামী লীগ শাসনামলে অন্তত ৬৯ জন ভুয়া শিক্ষক নিয়োগের অভিযোগ উঠেছে। তাদের মধ্যে রয়েছে জেটিএস মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, গাড়াবাড়িয়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, কে এ বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এইচ এম এইচভি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, হাড়াভাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এম জি জি এম মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সাহেবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এনপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বি বি এন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কাজীপুর মাথাভাঙা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, করমদি কল্যাণপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, এমবিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয় মানিকদিয়া, এইচ বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, হাড়াভাঙ্গা আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

তাদের অনেকের বেতন চালু হলেও যশোর শিক্ষা বোর্ডে সংশ্লিষ্ট শাখার অনুমতি সম্বলিত কোনো চিঠির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। জালিয়াতির মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগে মোটা অংকের অর্থ লেন দেনেরও অভিযোগ উঠেছে।

জেটিএস মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হেলালুজ্জামান হেলু বলেন, আমি বিএনপি করার কারণে বিগত সরকারের সময় ঠিকমত স্কুলেই আসতে পারিনি। আমার অজান্তেই অনেক কিছু হয়ে গেছে।

২০২২ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা দায়িত্ব নেয়ার পর ব্যাক ডেটেড চার শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। এই চারজনের সার্টিফিকেট যাচাই করে দেখা যায়, তাদের কাগজপত্র জাল। এ ছাড়া আওয়ামী লীগের ক্যাডাররা স্কুল পর্যন্ত আসে; তাদের ভয়ে সবকিছু ছেড়ে দিতে হয়।

তবে এইচ এম এইচ ভি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল হালিম বলেন, তৎকালীন সময়ে জনপ্রতিনিধিরা যেভাবে চেয়েছেন নিয়োগ প্রক্রিয়াটি সেভাবে করতে হয়েছে।

অভিযুক্ত শিক্ষকরা নিয়োগের বিষয়ে সব অস্বীকার করছেন। তাদের দাবি, আমরা পরীক্ষা দিয়েছি, রেজাল্ট হয়েছে; এরপর আমরা নিয়োগপত্র পেয়েছি। তারপর যোগদান করেছি। বিষয়টা তো আদৌই সত্য না।

এ দিকে, বিষয়টি জানাজানি হলে একাধিক তদন্ত কমিটি করে মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ। তনন্তে নামে দুর্নীতি দমন কমিশনও। এরইমধ্যে অনেক প্রমাণ তাদের হাতে এসেছে।

কুষ্টিয়া দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সহকারী পরিচালক বুলবুল

আহম্মেদ রিয়াদ বলেন, ‘এ বিষয়ে প্রাথমিক সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। আমরা আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করবো। এরপর বিস্তারিত কাগজপত্র আমরা কমিশনে দাখিল করবো।’

একটি তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. একেএম নজরুল কবীর বলেন, ‘বড় অঙ্কের টাকা লেনদেনের মাধ্যমে ভুয়া নিয়োগের বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। আমরা বিষয়টি আরও তদন্ত করছি।’

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) আব্দুর রাহিম বলেন, ‘বিষয়টি নিয়ে একাধিক তদন্ত কমিটি করা হয়েছে। তদন্ত কমিটিগুলোকে দ্রুত তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তদন্ত চলমান রয়েছে। আমরা আশা করছি, অবশ্যই সুষ্ঠুভাবে তদন্ত করে এর সুরাহা করতে পারবো।’

মেহেরপুরের তিন উপজেলায় ১৭৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৫ হাজার ৫৬৯ জন শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন।

আলমডাঙ্গায় আনন্দধাম রোডে ড্রেন নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা পৌর শহরের আনন্দধাম এলাকায় সড়কের পাশে ড্রেন নির্মাণকাজে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে এবং সঠিকভাবে কাজ বাস্তবায়নের দাবিতে পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের স্থানীয় বাসিন্দারা মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন।

মানববন্ধনে আনন্দধাম নাগরিক উন্নয়ন কমিটির সহ-সভাপতি মো. বাবলু মাস্টার, সোহরাব উদ্দিন, রেজাউল মাস্টার, আবুল কাশেম, বিপ্লব, রাসেল, শান্ত, শহিদ মোল্লা, সোহাগ, মাহাবুল মাস্টার, জাহিদ হাসান শুভ, রবিউল ইসলাম, মাহাবুল হক, আব্দুস সালাম ও মো.

ওয়ালিদসহ এলাকার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন।

এলাকাবাসীর অভিযোগ: ড্রেন নির্মাণে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নিম্নমানের ইটসহ মানহীন নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করছে। কাজ শুরুর সময় এসব নিম্নমানের ইট সড়কের পাশে স্তূপ করে রাখা হলে স্থানীয়রা তা অপসারণের দাবি জানান। তবে ঠিকাদারি কর্তৃপক্ষ সেই দাবিতে কর্ণপাত করেনি। বরং তারা নির্ধারিত নকশা ও পরিমাপ উপেক্ষা করে ইচ্ছামতো কাজ চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন স্থানীয়রা।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, প্রকল্প অনুযায়ী ড্রেনের উচ্চতা ৯ ইঞ্চি নির্ধারিত থাকলেও কোথাও কোথাও ১৮ থেকে ২০ ইঞ্চি পর্যন্ত উঁচু করে ড্রেন নির্মাণ করা হচ্ছে। এতে সড়কের পাশের বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীদের যাতায়াতে মারাত্মক ভোগান্তি সৃষ্টি হচ্ছে।

স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্নীতির বিষয়টি স্পষ্ট। এ নিয়ে একাধিকবার পৌর কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও এখন পর্যন্ত কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। মানববন্ধন থেকে দ্রুত তদন্ত করে অনিয়ম বন্ধ, মানসম্মত সামগ্রী দিয়ে ড্রেন নির্মাণ এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়।

গাংনীতে গভীর নলকূপ স্থাপনে অনিয়ম তদন্তে গিয়ে প্রকৌশলী লাঞ্ছিত

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির গাংনী জোনাল অফিসের ইন্সপেক্টর হাফিজুর রহমানের দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে বিপাকে পড়েছেন গাংনী উপজেলা বিএডিসির (বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন) প্রকৌশলীরা। বিএডিসির অনুমোদন ছাড়াই গভীর নলকূপ স্থাপন ও অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানকে কেন্দ্র করে এ ঘটনা এলাকায় তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি করেছে।

সূত্র জানায়, কড়ইগাছি এলাকার মৃত আব্দুর রহমানের ছেলে ঝন্টু আলী গভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য কড়ইগাছি জেএল ৯৬, দাগ ৬৮৯ নম্বর জমির লাইসেন্স পান। কিন্তু লাইসেন্সের শর্ত ভঙ্গ করে তিনি নলকূপ স্থাপন করেন জেএল ৯২, দাগ নম্বর ৩৬২০ নম্বর জমিতে, যা মূল অনুমোদনস্থল থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে। অভিযোগ রয়েছে, পল্লী বিদ্যুৎ বিভাগের ইন্সপেক্টর হাফিজুর রহমান রাতারাতি সেখানে অবৈধ সংযোগ প্রদান করেন।

এই ঘটনায় অভিযোগ হওয়ায় গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার বিষয়টি তদন্তের জন্য চার সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করেন।

এ ঘটনায় তদন্তে যান গত ৪ ডিসেম্বর বিএডিসির উপসহকারী প্রকৌশলী আশরাফুল ইসলাম, পল্লী বিদ্যুতের গাংনী জোনাল অফিসের এজিএম ফয়সাল হোসেন, বিএডিসির ইলেক্ট্রিশিয়ান দেলওয়ার হোসেন, পল্লী বিদ্যুতের ইন্সপেক্টর হাফিজুর রহমান এবং উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা নাইমুর হোসেন।

তদন্তের সময় ঝন্টু ও তার সহযোগীরা সরকারি কাজে বাধা প্রদান, গালিগালাজ এবং অপমানজনক আচরণ করেন। এতে দেলওয়ার হোসেন শারীরিক লাঞ্ছনার শিকার হন বলে অভিযোগ রয়েছে।

পরে বিএডিসির ইলেক্ট্রিশিয়ান দেলওয়ার হোসেন বাদী হয়ে অভিযুক্ত ঝন্টু, তার ভাই রেন্টু, আব্দুল কাদের ও পিতা মনোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এ ঘটনায় তদন্ত কমিটি প্রয়োজনীয় রিপোর্ট তৈরি করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিলের সিদ্ধান্ত নেয়।

স্থানীয়রা দাবি করেন, ইন্সপেক্টর হাফিজুর রহমানের অনিয়মের কারণে জনস্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং প্রকৌশলীদের হয়রানি করা হচ্ছে। দ্রুত তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তারা।

মেহেরপুর সদর কৃষি অফিসে দুদকের অভিযান

সরকার প্রদত্ত গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষে প্রণোদনায় অনিয়ম, মৃত ব্যক্তির নামে বিল-ভাউচারসহ নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে মেহেরপুর সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামানের বিরুদ্ধে। এ অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মেহেরপুর সদর উপজেলা কৃষি অফিসে অভিযান পরিচালনা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

গতকাল সোমবার দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সদর উপজেলা কৃষি অফিসে এই বিশেষ অভিযান পরিচালিত হয়। পরে তদন্ত দল উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে প্রণোদনা পাওয়া কৃষকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সরেজমিন তদন্ত শুরু করে।

তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত দলের নেতৃত্ব দেন দুদকের কুষ্টিয়া অঞ্চলের সহকারী পরিচালক বিজন কুমার রায়। তিনি জানান, কৃষি প্রণোদনার আওতায় একাধিক প্রকল্পে মৃত ব্যক্তির নামে প্রকল্প প্রদান ও গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষে চার হাজার কৃষককে প্রণোদনা দেয়ার ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগের তদন্ত চলছে।

তিনি আরও জানান, তদন্ত টিম ইতোমধ্যে প্রণোদনা পাওয়া কৃষকদের তালিকা ও সংশ্লিষ্ট নথি সংগ্রহ করেছে। মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে যাচাই-বাছাই শেষে পুরো প্রতিবেদন দুদকের প্রধান কার্যালয়ে পাঠানো হবে।

আলমডাঙ্গায় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগে বিক্ষোভ

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. এস.এম.

মাহমুদুল হকের বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলা, অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসের সামনে এই কর্মসূচি পালন করেন স্থানীয় কৃষক, খামারি, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।

বক্তারা অভিযোগ করেন, প্রাণিসম্পদ সেবায় ঘুষ বাণিজ্য, সরকারি প্রকল্পে অনিয়ম ও সাধারণ খামারিদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার এখন নিয়মে পরিণত হয়েছে। এসব কর্মকাণ্ডে সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন বলে দাবি করেন তারা।

বক্তারা আরও বলেন, সরকার প্রাণিসম্পদ খাতে উন্নয়ন আনতে নানা উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু কিছু কর্মকর্তার অনিয়ম, দায়িত্বহীনতা ও দুর্নীতির কারণে মাঠপর্যায়ের কৃষক-খামারিরা সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। আলমডাঙ্গা উপজেলার প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মাহমুদুল হক দায়িত্বে থেকে জনস্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ড চালাচ্ছেন।

বিক্ষোভকারীদের মাধ্যে জান্নাতুল নুপুর বলেন, প্রতি মাসে আমাদের নিয়ে সেমিনার করা হতো আগে। গবাদি পশু পালনে পরামর্শ, আর্থিক সহোযোগিতায় দেওয়া হতো আগে। কিন্তু বর্তমানে সকল কার্যক্রম বন্ধ রেখেছে। তাই সকল সেবামূলক কার্যক্রম চালু করতে আজকের বিক্ষোভে অংশ নিয়েছি। অনেকই আবার ক্ষোভ প্রকাশ করে

দ্রুত অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত ও ডা. মাহমুদুল হকের অপসারণের দাবি জানান।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ডা. এস.এম. মাহমুদুল হক সাংবাদিকদের বলেন, আমার বিরুদ্ধে করা অভিযোগগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আমি দায়িত্বশীলভাবে আমার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি। সম্প্রতি উপজেলার বিভিন্ন খামার, টিকাদান কার্যক্রম ও সরকারি প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি করেছে।

নামের সুবিচার করেননি ওসি এলএসডি দেবদূত!

নাম তাঁর দেবদূত রায়। ঈশ্বরের বার্তাবাহক বা স্বর্গীয় দূত হিসেবে সম্মান মর্যাদার কথা বিবেচনায় নিয়েই বাবা-মা ছেলের নাম রেখেছিলেন দেবদূত। কিন্তু মেহেরপুরের সদর এলএসডি (ভারপ্রাপ্ত খাদ্য গুদাম কর্মকর্তা) দেবদূত রায় নিজের নামের সাথে সুবিচার না করে জড়িয়েছেন নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির সাথে।

মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে দেবদূতের নানা অনিয়ম ও দুনীতির চিত্র।

দু’বছর আগে মেহেরপুর সদর এলএসডি ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন দেবদূত রায়।

জেলার খাদ্য গোডাউনগুলো নানা ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির আখড়াবাড়ি। মেহেরপুর জেলার খাদ্য গোডাউনগুলোতে দীর্ঘদিন থেকে এই অনিয়ম দুর্নীতি চলে আসলেও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্তাব্যক্তিরা কিছুই জানেন না বলে জানিয়েছেন।

মেহেরপুর পৌরসভার মধ্যে দুটি স্থানে বড়বাজার এবং কলেজ রোডে ৬টি, আমঝুপিতে ২টি এবং গাংনীতে ৩টি সর্বমোট জেলায় ১১টি খাদ্য গোডাউন আছে।

সদর এলএসডি ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দেবদূত রায় পৌরসভার মধ্যে ৬টি গোডাউনের দায়িত্বে ছিলেন ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত। বর্তমানে তিনি মেহেরপুর জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক অফিসে ডেপুটেশনে রয়েছেন। চাল মিলারদের সাথে যোগসাজশে ব্যবসায় যুক্ত থাকা, আর্থিক সুবিধা নিয়ে নিম্নমানের চাল গোডাউনে উত্তোলন, গোডাউনের নিরাপত্তা প্রহরীদের কাজে লাগিয়ে ব্যক্তিগত সুবিধা নেওয়া সহ নানা অভিযোগ দেবদূতের বিরুদ্ধে। চলতি বছরের আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ৬০০ মে. টন চাল প্রোগ্রামের মাধ্যমে মেহেরপুর এলএসডি’তে আসে। এর মধ্যে কুষ্টিয়া এলএসডি থেকে ৩০০ মে. টন এবং জগতি এলএসডি থেকে ৩০০ মে. টন।

অনুসন্ধানে জানা গেছে ৬০০ মে. টন চালের মধ্যে প্রায় ৪০ ভাগ ভালো চাল, বাকিটা নিম্নমানের লাল চাল গ্রহণ করেছে দেবদূত। কুষ্টিয়া

মিলারদের সাথে মেহেরপুর এলএসডি’র নিরাপত্তা প্রহরী আমানুজ্জামান লাভলুর মাধ্যমে আর্থিক লেনদেনও করে থাকেন তিনি।

গোডাউনের ভিতরে বাজে চালের সাথে ভালো চাল মিশিয়ে নতুন বস্তা প্রস্তুত করানো দেবদূত রায়ের নিত্যকার কাজকর্মের একটি।

২০২৫ সালের মে মাস থেকে আগস্ট পর্যন্ত বোরো চাল ক্রয় করা হয়। এই চালগুলো সবই নতুন চাল হওয়ার কথা, কিন্তু অধিকাংশই পুরাতন চাল। মিলের ইস্টেন্সিল নেই, WQSC নাম্বার নেই। লটের চারদিকে নতুন ভালো চাল রেখে ভিতরে পুরাতন খারাপ চাল রাখা হয়েছে। যার মধ্যে এফএস-১ চা/২৭/ ৪০০ বস্তায় চাল আছে ১২০ মে. টন। এফএস-১ চা/৩৫/২০৬৯ বস্তায় চাল আছে ৬২ মে. টন। এফএস-৪ চা/৩৪/ ২৯২৭ বস্তায় চাল আছে ১৪৬ মে. টন। এগুলো অধিকাংশই পুরাতন চাল।

প্রত্যেক এলএসডি একটি সংরক্ষিত এলাকা। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, এএসআই, নিরাপত্তা প্রহরী সকলের জন্যই আলাদা আলাদা কোয়ার্টার আছে। এলএসডির ভিতরে যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নির্দেশ অনুযায়ী। মেহেরপুর এলএসডি’র কোয়ার্টারে থাকছেন অথচ ভাড়া দিচ্ছেন না। তাদের মধ্যে এএসআই মামুনুর রশিদ, পোস্টিং গাংনী, ১৫ জুলাই ২০১৫ সাল থেকে মেহেরপুরের কোয়ার্টারে বসবাস করছেন ভাড়া বিহীন।

নিরাপত্তা প্রহরী আলামিন শেখ ২৭ আগস্ট ২০২৩ থেকে কোয়ার্টারে আছেন ভাড়া বিহীন। গোডাউনের বিদ্যুৎ লাইন নিয়ে ফুটপাতে খাবারের ব্যবসা করেন, সেই বিদ্যুৎ লাইন থেকে টাকার বিনিময়ে অন্যদের সংযোগ দেন।

নিরাপত্তা প্রহরী কুদ্দুস ৩০ আগস্ট ২০২৩ থেকে কোয়ার্টারে বসবাস করছেন ভাড়া বিহীন। গোডাউনের বাইরে ফুটপাতে ব্যবসা করেন।
ঝাড়ুদার হাফিজুর ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ থেকে এএসআই কোয়ার্টারে ভাড়া বিহীন বসবাস করছেন। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দেবদূত রায়ের ঘনিষ্ঠজন। খুলনা থেকে তাকে এখানে মাস্টার রোলে চাকরি দিয়েছেন।

নিরাপত্তা প্রহরী আমানুজ্জামান ২১ মে ২০২৩ থেকে বসবাস করছেন এএসআই কোয়ার্টারে। ভাড়া দেন না। একটা কোয়ার্টার খালি আছে, সেটাতে মুরগি, কবুতর, ছাগল পোষা হয়। নিরাপত্তা প্রহরী আমানুজ্জামান ও আলামিন এই কাজটি করে থাকেন।
অভিযোগের বিষয়ে জানতে চেয়ে এলএসডি’র ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দেবদূত রায়ের মোবাইল ফোনে বারবার ফোন করলেও তার সাথে কথা বলা

সম্ভব হয়নি।

সদর উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এরশাদ আলীর সাথে কথা বললে তিনি বলেন, এ বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না।

জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (ডিসি ফুড) আসমা উল হোসনা এইসব অনিয়মের কথা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আমি এখানে নতুন যোগদান করেছি তাই সকল অভিযোগ খতিয়ে দেখবো। একটি তদন্ত কমিটির মাধ্যমে তদন্ত করবো এবং কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

(আগামী পর্বে পড়ুন গাংনী ও আমঝুপি এলএসডিদের নিয়ে সংবাদ।)

গাংনীর গাড়াবাড়ীয়ায় মসজিদ উন্নয়নকাজে অনিয়মের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের গাড়াবাড়ীয়া বিশ্বাসপাড়া জামে মসজিদের সংস্কার ও উন্নয়নকাজে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের এডিপি প্রকল্প থেকে মসজিদটির জন্য ৪ লাখ ৭০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া হলেও নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয় মুসল্লি ও এলাকাবাসী।

অভিযোগ অনুযায়ী, ৪ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা বরাদ্দকৃত অর্থে দ্বীতল ভবনের বাহিরের অংশ প্লাস্টার, থাই গ্লাস, বারান্দার গ্রীল, চিলেকোঠার বিম তুলে ঢালাইসহ প্লাস্টার, দরজা-চৌকাঠ, বৈদ্যুতিক তার বসানো এবং পুরো ভবনের রং করার কথা থাকলেও এখনো অনেক কাজ অসম্পূর্ণ রয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, বরাদ্দের আনুমানিক ৩ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার কাজ করে পুরো বিল তুলে নিয়েছেন। বিশেষ করে চিলেকোঠার সানসেটসহ বিম প্লাস্টার, দরজা-চৌকাঠ, বৈদ্যুতিক তার, গ্রীলের রং এবং বিল্ডিংয়ের সামগ্রিক রঙের কাজ বাকি রয়েছে। যার আনুমানিক মুল্য

প্রায় ৯০ হাজার টাকা। এতে বরাদ্দকৃত অর্থের অপচয় হয়েছে বলে দাবি এলাকাবাসীর।

মসজিদ কমিটির সভাপতি তৌহিদুল ইসলাম বলেন, ৪ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার কাজের মধ্যে এখনো আনুমানিক ৯০ হাজার টাকার কাজ বাকি। আমরা চাই দ্রুত অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করা হোক।

মসজিদ কমিটির ক্যাশিয়ার খাইরুল ইসলাম বলেন, আমাদের জানামতে, জুন মাসেই পুরো বিল উত্তোলন করা হয়েছে। অথচ প্রায় ৯০ হাজার টাকার কাজ এখনো বাকি। অসম্পূর্ণ কাজ রেখে কীভাবে পুরো বিল তোলা হলো এটি বড় প্রশ্ন। ঠিকাদারের সাথে যোগাযোগ করে বাকি কাজ করার তাগিদ দিলে তিনি গুরুত্ব দেয় নি। পরবর্তীতে কোন রকম যোগাযোগ নেই একদম লাপাত্তা।

ঠিকাদার খোকন মিয়া বলেন, কাজটি আসলে আক্তারুজ্জামান মাস্টারের কাছ থেকে নিয়েছি। রংয়ের কাজ করা হয়নি, চিলেকোঠার দরজা-চৌকাঠ সিডিউলে নেই বলে কাজ হয়নি। রংয়ের কাজ আর তার এই দুটো বাদে সব কম্প্লিট আছে তবে মসজিদ কমিটি চাইলে এগুলো করে দেওয়া যেতে পারে।

এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী রোকনউজ্জামান বলেন, আমি বাইরে আছি, বিষয়টি নোট করেছি। পরে জানাবো তবে এখন পর্যন্ত তিনি কিছুই জানাইনি।

এ ঘটনায় স্থানীয় মুসল্লি ও এলাকাবাসীর মাঝে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। তারা দ্রুত তদন্ত করে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করার দাবি জানিয়েছেন।

মুঠোফোনে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: আনোয়ার হোসেনের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে ফোন রিসিভ না করায় মন্তব্য জানা সম্ভব হয়নি।